প্রযুক্তির সাথে তারকা সাবরিনা পড়শী

রেজাউর রহমান রিজভী

চ্যানেল আইয়ের ক্ষুদে গানরাজ প্রতিযোগিতা-২০০৮ থেকে উঠে আসা সংগীতশিল্পী সাবরিনা পড়শীর জন্ম ১৯৯৬ সালের ৩০ জুলাই। বয়সে নবীন হলেও এরই মধ্যে তিনি সেলিব্রেটির তকমা পেয়েছেন। প্রচুর ভক্ত ও শ্রোতা রয়েছে তার। এর প্রমাণ হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে পড়শী ব্যাপক জনপ্রিয়। মোটামুটি প্রায় সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই পড়শীর অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং এর বেশিরভাগই ভেরিফায়েড। ফেসবুকে পড়শীর ফলোয়ার সংখ্যা ৭২ হাজার হলেও তার ফেসবুক ভেরিফায়েড লাইক পেজে এই সংখ্যা ৫২ লাখের ওপর, যা দেশের সব সংগীত তারকার মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া ফেসবুকে পড়শীর ব্যান্ড 'বর্ণমালা'র ভেরিফায়েড লাইক পেজেও রয়েছে ২৭ লাখ লাইক।

পড়শীর নিজস্ব ওয়েবসাইট হলো www.porshi.net। এই সাইট থেকে পড়শীর ভক্তরা তার যাবতীয় আপডেট পেতে পারবেন। এতে রয়েছে পড়শীর নতুন নতুন গান ও ভিডিও দেখা এবং শোনার সুযোগ। এছাড়া পড়শীর ভক্তরা তাকে এখান থেকে মেসেজও করতে পারবেন।

টুইটারে ২০১১ সালের জানুয়ারিতে অ্যাকাউন্ট খোলেন পড়শী। তার টুইটার অ্যাকাউন্টও ভেরিফায়েড। সেখানে তার ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। এতে তিনি প্রায় ৮ শতাধিক টুইট করেছেন।

ইউটিউবে পড়শীর সাড়ে ৭ হাজার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। আর ইউটিউব ভেভোতে তার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১৬শ'র বেশি। সাবস্ক্রাইবার ইউটিউবে পড়শীর একদম নতুন ভিডিওগুলো দেখার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া সম্প্রতি ছবি শেয়ারিংয়ের ওয়েবসাইট ইনস্টাগ্রামেও ভেরিফায়েড হয়েছে পড়শীর আইডি। এখন থেকে পড়শীর এই আইডিতেও সব ধরনের ছবি ও ভিডিও দেখা যাবে। পড়শী বলেন, 'ইনস্টাগ্রামে ভেরিফায়েড হওয়ার বিষয়টা নতুন এক অভিজ্ঞতা। আমি খুব খুশি।'

এছাড়া ফেসবুক-ইউটিউবের পর পড়শী বেছে নিয়েছেন ইন্টারনেটে কথা বলা ও বার্তা পাঠানোর সেবা 'ভাইবার'কে। ভাইবারের 'পাবলিক চ্যাট' সুবিধা নিচ্ছেন পড়শী। ফলে ভক্তরা পড়শীকে ফলো করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ে চ্যাটও করা যাবে পড়শীর সাথে। পড়শী বলেন, 'আসলে ভক্তরাই তো আমার গানের প্রাণ। তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার নিয়মিত কাজের একটি অংশ। তাই ভাইবারের এই সুবিধাটি নিলাম।'

এর বাইরে পড়শী সম্প্রতি ফেসবুকে লাইভ চ্যাট করারও উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিভিন্ন সাইটে পড়শীর লিঙ্ক

ইউটিউব : youtube.com/channel/UCTFizpfpp1T5KefzPiveo5w

ইউটিউব ভেভো : youtube.com/channel/UCzSWolxpfwujkwMoYCIWUow

ওয়েবসাইট : http://www.porshi.net

ফেসবুক : facebook.com/porshi01

ফেসবুক লাইক পেজ : https://www.facebook.com/porshi

ব্যান্ড বর্ণমালার লাইক পেজ : facebook.com/porshiandbornomala

ইনস্টাগ্রাম : www.instagram.com/porshi

টুইটার : https://twitter.com/porshi কজ

▶ সন্তান কতটুকু সময় ইন্টারনেটে বা কমপিউটারে ব্যয় করলো- এ দুটি হলো প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেমের মূল উপাদান তথা কম্পোনেন্ট। কিছু কিছু স্যুট যুক্ত করে অ্যাডভ্যান্স ফিচার যেমন, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ মনিটরিং, ESRB রেটিং ভিত্তিক সীমিত গেম এবং শিশুদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কার্যকলাপ ট্র্যাক করা ইত্যাদী।

ব্যাকআপ এবং টিউনআপ

আপনার সব ফাইলের ব্যাকআপ রাখার অর্থই হচ্ছে চূড়ান্ত বা আল্টিমেট সিকিউরিটি। এমনকি ক্রিপ্টোলকার আপনার ডাটা ভেঙ্গে চুড়মার করে ফেললেও আপনি ব্যাকআপ থেকে ডাটা রিস্টোর করতে পারবেন। কোনো কোনো ভেন্ডর তাদের মেগা স্যুট অফার করার জন্য ব্যাকআপ সংরক্ষণ করে রাখে। যেখানে অন্যার এটি সম্পৃক্ত করে এন্ট্রি-লেভেল স্যুটে। এ লেখাটি সতর্কতার সাথে পড়ে নিন কেননা ব্যাকআপ ক্যাপাবিলিটি অনেক বিস্তৃত। একেবার লো এন্ডে কোনো ভেন্ডর আপনাকে কিছুই দেবে না। আপনি কিছুই পাবে না মজি, আইড্রাইভ বা আরেকটি অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস থেকে। ভেন্ডরের মাধ্যমে লোকাল ব্যাকআপের সক্ষমতাই হাই এন্ডে আপনি পেতে পারেন ২৫ জিবি অনলাইন ব্যাকআপ হোস্টেড।

সিস্টেম পারফরমেন্স টিউন আপ করার সাথে সিকিউরিটির সরাসরি কোনো সংযোগ নেই যদি না তা সিকিউরিটি স্যুটের পারফরমেন্সের প্রতিকূলে কাজ করে। তবে যাই হোক, টিউনআপ কম্পোনেন্ট প্রায়শ: সম্পৃক্ত করে প্রাইভেসি সংশ্লিষ্ট ফিচার ব্রাউজিং যেমন, ব্রাউজিং হিস্টোরির চিহ্ন পরিষ্কার করা, টেম্পোরারি ফাইল মুছে ফেলা এবং অতি সম্প্রতি ব্যবহার হওয়া ডকুমেন্টের লিস্ট মুছে ফেলা।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্টের আলোকে আপনার সিকিউটি সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচন করে নিতে পারেন। এ জন্য বিভিন্ন সিকিউরিটি স্যুটের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তাদের ফিচারগুলো যেমন জেনে নিতে পারবেন, তেমনই জেনে নিতে পারবেন বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন সিকিউরিটি স্যুটের স্যুটের রেটিং। তবে যাই হোক, সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচনের আগে, আপনি কী ধরনের কাজ করে থাকেন, আপনার প্রয়োজন কী তা নির্ধারণ করে সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচন করা উচিত।

লক্ষণীয়

স্বতন্ত্র সিকিউরিটি ইউটিলিটি এর কালেকশন ব্যবহার করার পরিবর্তে একটি সিকিউরিটি স্যুট ব্যবহার করার একটি বড় কারণ হলো ইন্টিগ্রেটেড স্যুট এর কাজ করতে তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু প্রসেস এবং সিস্টেম রির্সোস ব্যবহার করে থাকে। ফলে আধুনিক স্যুটের পারফরমেন্স যথেষ্ট উন্নত হয়। সিস্টেমে নির্দিষ্ট স্যুট এবং স্যুট ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ইউটিলিটি ইনস্টল করা হলে সিস্টেমে এর পারফরমেন্সে কেমন প্রভাব পরে তা দেখার জন্য বিশেষজ্ঞের সিস্টেমে তিনটি সাধারণ অ্যাকশন পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাতটি টিস্টের ফলাফল করেন। এক্ষেত্রে একটি টেস্টে মেজার করা হয় সিস্টেম বুট টাইম, অপরটি হলো ড্রাইভের মাঝে ফাইলের বড় সংগ্রহের কপি ও মুভ এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি হলো তাৎক্ষণিকভাবে ওইসব ফাইলের সংগ্রহের জিপ এবং আন জিপ করা কজ

ফিডব্যাক : siam.moazzem@gmail.com